# জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১


## তামাকের মূল্য ও কর প্রস্তাব অপরিবর্তিত রেখেই বাজেট পাস, হতাশ তামাক বিরোধীরা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

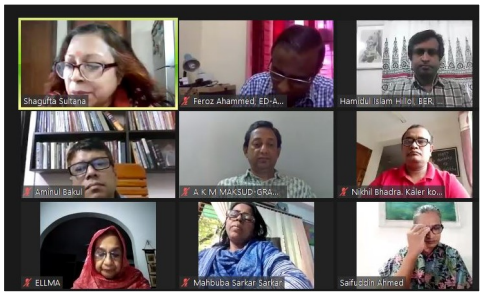

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেট কোনো ধরনের পরিবর্তন, মরিমার্জন ছাড়াই জাতীয় সংসদে গত ৩০ জুন পাস হওয়ায় হতাশ হয়েছে বাংলাদেশে কর্মরত তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো। কারণ বাজেট প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী তামাক ব্যবহার কমাতে এবং রাজস্ব বাড়তে কর বৃদ্ধির সুপারিশ করার কথা বললেও, প্রকৃত পক্ষে নিম্ন ও মধ্যমস্তরের সিগারেট, বিড়ি, জর্দা এবং গুলের দাম ও শুল্ক বাড়ানো হয়নি। একইসঙ্গে মাথাপিছু ... বিস্তারিত

## ৪৮৩টি জর্দা-গুল কারখানার মধ্যে কর দেয় ২১৮টি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদন-কারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারের করজালের বাইরে রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে বর্তমানে ৪৮৩টি জর্দা-গুল কারখানার মধ্যে মাত্র ২১৮টি কর দেয়। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় ... বিস্তারিত

## সিগারেটে সুনির্দিষ্ট করারোপের সুফল পাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের সুফল পাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া। একইসঙ্গে ২০১৪ সালে দেশটির তৎকালীন সরকার সে দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্য দ্বিগুণ করার পর ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমে এসেছে। দেশটির জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা প্রত্যাশা করছে, সুনির্দিষ্ট করারোপের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা আরও ব্যাপক হারে কমে আসবে। শুধু তাই নয়, ২০২৪ সালের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা অন্তত ৩.৮ শতাংশ হ্রাস পাবে। ... বিস্তারিত

## সম্পাদকীয়

এবারের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্যমস্তরের সিগারেটের দাম ও কর হারে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম যথাক্রমে ৫ টাকা (৫.২%) এবং ৭ টাকা (৫.৫%) বৃদ্ধি করে ১০২ টাকা এবং ১৩৫ টাকা নির্ধারণ করে ৬৫ শতাংশ সম্পূরক ... বিস্তারিত

## এ সংখ্যায় যা থাকছে


- তামাকের মূল্য ও কর প্রস্তাব অপরিবর্তিত রেখেই বাজেট পাস, হতাশ তামাক বিরোধীরা
- ৪৮৩টি জর্দা-গুল কারখানার মধ্যে কর দেয় ২১৮টি
- সিগারেটে সুনির্দিষ্ট করারোপের সুফল পাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া
- বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব তামাক কোম্পানির পক্ষেই থাকলো
- ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১৫৩ এমপির চিঠি
- ভারতের প্রথম ধূমপান বর্জিত রাজ্য সিকিম
- তামাকজাত দ্রব্যের দাম ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নেওয়ার পরামর্শ
- তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবি
- প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা


## জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেসময় তিনি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো বিকল্প নেই।
বাংলাদেশের তামাক কর নীতি ... বিস্তারিত


'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com
website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল

# জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১


জাতীয় বাজেট ২০২১-২২

## বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব তামাক কোম্পানির পক্ষেই থাকলো

অধ্যাপক ড. রুমানা হক

গত ৩০ জুলাই জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের বাজেট পাস হয়েছে। প্রতি বছরের মত বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণের লক্ষ্য হিসাবে ''রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনা'' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞগণ ও তামাকের অর্থনীতি ... বিস্তারিত

## তামাকজাত দ্রব্যের দাম ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নেওয়ার পরামর্শ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশের লক্ষ্যে পৌঁছাতে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নিয়ে পাওয়ার পরামর্শ ... বিস্তারিত

## ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১৫৩ এমপির চিঠি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

দেশে ই-সিগারেট আমদানি, উৎপাদন, বিক্রি, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত সুপারিশ জানিয়েছেন ১৫৩ জন সংসদ সদস্য। গত ৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ... বিস্তারিত

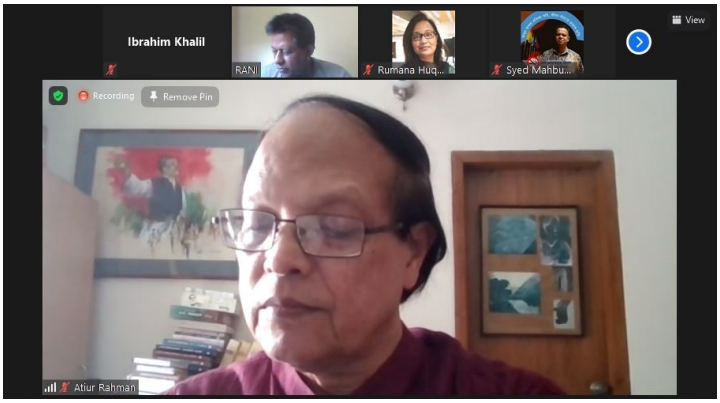


*গত ৩০ মে ২০২১ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান। বিইআর, বিএনটিটিপি ও বাটা যৌথভাবে এ ওয়েবিনারের আয়োজন করে।*

## ভারতের প্রথম ধূমপান বর্জিত রাজ্য সিকিম

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ভারতের প্রথম ধূমপান বর্জিত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া রাজ্য সিকিম। ২০১০ সালে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টি এবং জরিমানার ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমেই তা সম্ভব করেছে রাজ্যটি। ফলে রাজধানী গ্যাংটকের প্রাণ কেন্দ্রে পর্যটন মওসুমেও কোথাও সিগারেট বিড়ির পোড়া টুকরো বা পানমশালার পিক দেখতে পাওয়া যাবে না। কারণ রাজ্যের প্রতিটা দোকান-রাস্তায় সতর্কবার্তা–'সিকিম একটি ধূমপান বর্জিত রাজ্য, এখানে ধূমপান করা দন্ডনীয় অপরাধ।' সিগারেট পান যাতে ... বিস্তারিত

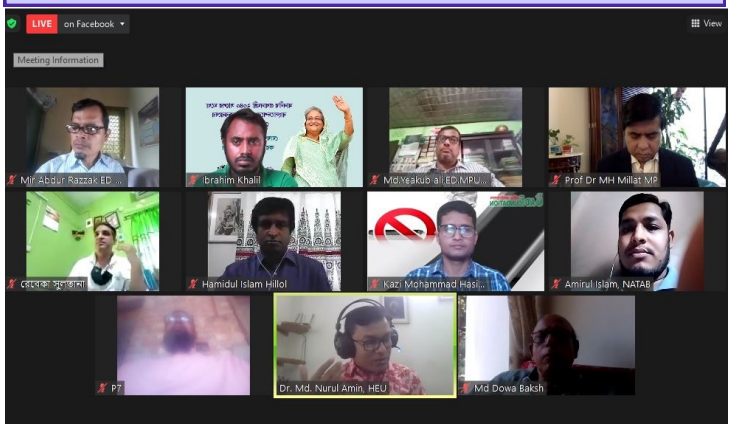


## তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বিদ্যমান পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপে তামাক কোম্পানির লাভ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই তামাকজাত দ্রব্যের বিদ্যমান অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতির পরিবর্তে, সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি জানিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স ... বিস্তারিত

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা

## তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ তামাকের ব্যবহার কমাবে ও রাজস্ব আয় বাড়াবে

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে হলে অতিদ্রুত তামাকের ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করতে চলতি অর্থবছর থেকে সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা জরুরি। কারণ তামাক মুক্তকরণের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো ট্যাক্স বাড়িয়ে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ একইসাথে তামাকের ব্যবহার কমাবে ও রাজস্ব আয় বাড়াবে। ইতোমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড, শীলংকা, ভারত, ফিলিপাইনসহ বিশ্বের বিভিন্ন ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১

# হতাশ তামাক বিরোধীরা

**প্রথম পাতার পর**

আয় বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির বিবেচনায় এসব তামাকজাত দ্রব্য আগের বছরের তুলনায় আরো সস্তা ও সহজলভ্য হয়েছে। এর ফলে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ বিশেষত কিশোর, তরুণ, নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়বে বলে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত ২৪ টি তামাক বিরোধী সংগঠন।

গত ৮ জুন ২০২১ ভার্চুয়াল মিটিং প্লাটফর্ম 'জুম' এ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আবদুল্লাহ। এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশে সিগারেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিম্নস্তরের সিগারেট সেবন করে প্রায় ৭২ ভাগ মানুষ। নিম্ন ও মধ্যমস্তর মিলে ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৮৪ ভাগ। প্রস্তাবিত বাজেটে ধোঁয়াহীন তামাকজাতদ্রব্য, নিম্ন ও মধ্যমস্তরের সিগারেটের দাম ও কর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম যথাক্রমে ৫ টাকা (৫.২%) এবং ৭ টাকা (৫.৫%) বৃদ্ধি এবং ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে। এর ফলে শলাকাপ্রতি সিগারেটের দাম উচ্চ স্তরে মাত্র ৫০ পয়সা এবং প্রিমিয়াম স্তরে মাত্র ৭০ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক বছরে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃতমূল্য আগের বছরের তুলনায় কমে গিয়েছে। এর ফলে বর্তমান ব্যবহারকারীরা তামাক ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে এবং কিশোর-তরুণরা তামাক ব্যবহার শুরু করতে উৎসাহিত হবে।

বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক ও বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুকের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে মতামত ব্যক্ত করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিএনটিটিপি'র কনভেনর অধ্যাপক ড. রুমানা হক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ইপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দীন আহমেদ, তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী ফরিদা আকতার, দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের ডিরেক্টর ইকবাল মাসুদ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. নাজিম উদ্দিন আহমেদ এবং প্রজ্ঞা'র হেডঅব প্রোগ্রাম হাসান শহরিয়ার। তাঁরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন না করে করারোপে ত্রুটিপূর্ণ অ্যাডভেলোরেম পদ্ধতি বহাল রাখায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে এবং ত্রুটিপূর্ণ করকাঠামোর কারণে এই দাম বৃদ্ধির একটা অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যাবে। ফলে তারা প্রাণঘাতি পণ্য বিপণনে আরো উৎসাহিত হবে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অথচ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করলে সরকার অতিরিক্ত ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা রাজস্ব পেতো যা করোনা মহামারি সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ব্যবহার করা সম্ভব হতো।

বক্তারা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের কোনো প্রতিফলন নেই।

বক্তারা নিম্ন, মধ্যমস্তরের সিগারেটসহ সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ এবং মুদ্রাস্ফিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), বিসিসিপি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ডেভলপমেন্ট অ্যাকটিভিটিজ অব সোসাইটি (ডাস), ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর রুরাল পুওর, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, প্রজ্ঞা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিজান (সুপ্র), তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, উন্নয়ন সমুন্নয়, ভয়েস, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও ইপসা সাম্মিলিতভাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

এদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত হারে কর আরোপ না হওয়ায় জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি এর কনভেনর অধ্যাপক রুমানা হক। তিনি বলেন, তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর প্রস্তাব মেনে করারোপ করা হলে তরুণরা ধূমপানে আরো নিরুৎসাহিত হতো। একইসঙ্গে ধূমপানজনিত মৃত্যুও আরো অনেক কমে আসতো। পাশাপাশি করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতেও সরকারের বিপুল রাজস্ব আদায় হতো। আমরা চাই, সরকার আসন্ন অর্থবছরে সব ধরনের তামাকজাতদ্রব্যের ওপর উচ্চ হারে সুনির্দিষ্ট করারোপ করবে। একইসঙ্গে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় তামাক করনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

# সুফল পাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া

**প্রথম পাতার পর**

দেশটিতে যে হারে সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে তা দেশটির পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০ শলাকার এক প্যাকেট মার্লবেরো সিগারেটের মূল্য ৯৫১৭ ওন যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭১০ টাকা।

দক্ষিণ কোরিয়ায় মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি বছর তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতি বছরই দেশটিতে উল্লেখযোগ্য হারে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমছে। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় ধূমপায়ী পুরুষের হার সবচেয়ে বেশি। সেখানকার প্রায় ৪১ শতাংশ পুরুষই ধূমপায়ী।

বর্তমানে নারী-পুরুষ মিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় ধূমপায়ীর হার ২৩ শতাংশ। অথচ ১৯৯৮ সালে দেশটিতে ধূমপায়ীর হার ছিলো ৬৬.৩ শতাংশ! জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের ফলে ২০১৪ সালেই দেশটির কোষাগারে বাড়তি ২.৮ ট্রিলিয়ন ওউন যুক্ত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যকে রাজস্ব আদায়ের অন্যতম খাত হিসেবে ব্যবহার করে আসছে দেশটির সরকার। এতে একদিকে সরকার যেমন বাড়তি রাজস্ব পাচ্ছে অন্যদিকে তামাকজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে। ফলে সুনির্দিষ্ট করারোপের ক্ষেত্রে নতুন রোল মডেলে পরিণত হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া।

সূত্র : কোরিয়া হেরাল্ড, এক্সপাটিশান ও প্রথম আলো

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১

## ধূমপান বর্জিত রাজ্য সিকিম

**প্রথম পাতার পর**

কমানো যায়, সেজন্য দোকানে প্রকাশ্যে সিগারেট রাখারও অনুমতি নেই - যদিও সিগারেট বিক্রি করা নিষিদ্ধ নয়। তবে সেটা বিক্রির জন্য দোকানে সাজিয়ে রাখা যায় না। যদি দোকানের সামনে কাউকে সিগারেট খেতে দেখে পুলিশ, তাকে জরিমানার পাশাপাশি দোকানদারেরও দ্বিগুণ জরিমানা। একইসঙ্গে গাড়ীতে সিগারেট খেলে যাত্রীর পাশাপাশি চালকেরও জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে ওই চালকের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয় ছয় মাসের জন্য।

সিকিমের সাবেক স্বাস্থ্য সচিব ভি বি পাঠকের ভাষ্য, ভারতের প্রাচীন শাসননীতেতে যে শাম, দাম, দন্ড, ভেদের নীতি রয়েছে– সেই নীতি অনুসরন করেই সিকিমে ধূমপান বন্ধের প্রচেষ্টা শুরু হয়। গ্রামে, শহরে, স্কুলে – হোটেল দোকানে, জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর নজরদারির কাজে স্থানীয় মানুষকে কাজে লাগানোর কারণেই এটা সফল হয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ নীতির কারণে প্রায় ৯৮ শতাংশ প্রকাশ্য জায়গায় ধূমপান বন্ধ হয়ে গেছে আর সেই জায়গাগুলোতে কোনও সিগারেট বা বিড়ির টুকরো পড়ে থাকতেও দেখা যায় না। এছাড়া ৯৫শতাংশ প্রকাশ্য জায়গায় ধূমপান বর্জনের পোস্টার লাগানো রয়েছে। সিগারেটের বিজ্ঞাপন বা দোকানে সাজিয়ে রাখাও বন্ধ হয়ে গেছে ৯৭ শতাংশ জায়গায়।

সূত্র : বিবিসি বাংলা

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

## তামাকজাত দ্রব্যের দাম ক্রয়ক্ষমতার

**দ্বিতীয় পাতার পর**

দিয়েছেন সংসদ সদস্য, অর্থনীতিবিদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। গত ১০ মে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপ : বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল বৈঠকে তারা এ পরামর্শ দেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভেবেচিন্তেই ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যারা এই ঘোষণার অন্তরায় হিসেবে কাজ করছেন তাদের চিহ্নিত করতে হবে।

জাতীয় তামাকবিরোধী মঞ্চের আহ্বায়ক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়ানো হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বলে মত প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, কর বৃদ্ধি করে সিগারেটের সহজলভ্যতা যদি কমানো যায় তাহলে বিশেষ করে যারা দরিদ্র মানুষ তারা এই অর্থ পুষ্টিকর খাবারসহ অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।

তামাকবিরোধী সংগঠন প্রগতির জন্য জ্ঞান- প্রজ্ঞা এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্মা) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন এনবিআরের সাবেক প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) রিসার্চ ডিরেক্টর মাহফুজ কবীর এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) ও বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজর মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

সূত্র : বিডিনিউজ

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

## ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে

**দ্বিতীয় পাতার পর**

মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের নিকট সংসদ সদস্যদের স্বাক্ষরিত এ বিষয়ক চিঠি হস্তান্তর করেন 'বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং' এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আ ফ ম রুহুল হক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি, সংসদ সদস্য হাফিজ আহমেদ মজুমদার, অ্যাডভোকেট সৈয়দা রুবিনা আক্তার, শবনম জাহান, অপরাজিতা হক ও শিউলী আজাদ।

চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে এই লক্ষ্য অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাকজাত পণ্যের ওপর যুগোপযোগী কর আরোপ করাও জরুরি। তবে সেই তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে ই-সিগারেট। ই-সিগারেট ব্যবহারে স্ট্রোকের ঝুঁকি ৭১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, হার্ট অ্যাটাক ও হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৫৯ ও ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। ই-জুসে থাকা ক্ষতিকর ফ্লেভারিং এজেন্টের কারণে শ্বাসতন্ত্র, লিভার, কিডনির দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ই-সিগারেটের নিকোটিন শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য ভয়ানক বিপদজনক। উচ্চমাত্রার এই নিকোটিন স্নায়ুতন্ত্রের স্টেম সেলকে ধ্বংস করে অকাল বার্ধক্যসহ স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের কারণ হয়।

এতে আরও বলা হয়, ইতোমধ্যে ৪২টি দেশে ই-সিগারেট বা ভেপিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার একাধিকবার দাবি উঠেছে। বাংলাদেশের ই-সিগারেটের মূল ক্রেতা কিশোর ও তরুণ। বয়োজ্যেষ্ঠদের মাঝেও এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তাছাড়া এই পণ্য আমদানির বিষয়ে কোনও নিয়মনীতি না থাকায় পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে। এমতাবস্থায় ক্ষতিকর এই পণ্য ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার আগেই তা নিষিদ্ধ করা জরুরি। একটি সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে, ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা হতে পারে নজিরবিহীন পদক্ষেপ।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের এই উদ্যোগের বিষয়ে অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, এমপি বলেন, 'ই-সিগারেট সহ প্রত্যেকটি তামাকজাত পণ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে তরুণ সমাজকে ই-সিগারেটসহ তামাক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এজন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এবং কর বৃদ্ধি করা জরুরি।'

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হকসহ উপস্থিত সকল সংসদ সদস্যরা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এবং কর বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে ই-সিগারেট অতি দ্রুত নিষিদ্ধ করার দাবি জানান।

আনুষ্ঠানিকভাবে এই চিঠি হস্তান্তর বিষয়ক আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস বলেন, ক্ষতিকর তামাকের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যদের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। আমরা এ ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি। এসময় তিনি আইনগতভাবে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন।

সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১

## ৪৮৩টি জর্দা-গুল কারখানার

**প্রথম পাতার পর**

পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। 'ফ্যাক্টস ইনহ্যাবিটিং স্মোকলেস টোব্যাকো ট্যাক্স পেমেন্টস বাই স্মোকলেস টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার অপারেটিং আউটসাইড দ্য ট্যাক্সনেট ইন বাংলাদেশ'- শীর্ষক গবেষণার ফল তুলে ধরতে গত ৬ এপ্রিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে তামাকবিরোধী সংগঠন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, উবিনীগ, ভয়েস ও প্রজ্ঞা।

গবেষক দলের প্রধান ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ গবেষণা ফল উপস্থাপন করেন। ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে), বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজর ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক চেয়ারম্যান মো. মোস্তাফিজুর রহমান। গবেষণার ফলে দেখা গেছে, দেশে ৪৩৫টি জর্দা কারখানা এবং ৪৮টি গুল কারখানার মধ্যে মাত্র ২১৮টি জর্দা ও গুল কারখানা কর দেয়। আটটি বিভাগের ২৯টি জেলায় করজালের বাইরে থাকা ৮৮ জন ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীর (৮১ জর্দা ও ৭ গুল) মধ্যে ৩৩ শতাংশের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স নেই। ৯১ শতাংশ উৎপাদনকারী যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া হাতে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদন করেন। সাধারণত বাড়ি বা ক্ষুদ্র পরিসরে কারখানায় এসব তামাকপণ্য উৎপাদিত হয়। এসব কারখানায় মোট মাসিক গ্রস টার্নওভারের পরিমাণ দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা।

গবেষণায় অনানুষ্ঠানিক উপায়ে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকে ট্যাক্স কমপ্লায়েন্সের অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া এনবিআরের দক্ষ জনবল সংকট, মাঠ পর্যায়ের অবকাঠামো এবং সনাতন সরঞ্জাম ও পদ্ধতি এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্স রিটার্ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং শক্তিশালী ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং পদ্ধতির অভাবে এ খাতে উৎপাদনকারীরা কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পায়। গবেষণায় জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের কর পদ্ধতি সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যগুলোর মধ্যে মূল্য পার্থক্য কমিয়ে সহজলভ্যতা হ্রাস করার সুপারিশও করা হয়েছে। অন্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে-স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্স রিটার্ন পদ্ধতি প্রচলন, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ এনবিআর জনবলকে প্রশিক্ষণ, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং পদ্ধতি হিসেবে এসব পণ্যে ব্যান্ডরোল ব্যবহার, অনিবন্ধিত কারখানাগুলোকে করজালের আওতায় নিয়ে আসতে স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে ক্ষমতা দান এবং তামাকপণ্য উৎপাদনকারীদের পুরস্কৃত না করা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২০ দশমিক ছয় শতাংশ মানুষ (২ কোটি ২০ লাখ) ও ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী বিদ্যালয়গামী শিশুদের চার দশমিক পাঁচ শতাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ৩০ দশমিক ছয় কোটি টাকা, যা মোট তামাক রাজস্বের মাত্র শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও মুখ গহ্বরসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী। বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন চলে অনেকটা অনিয়ন্ত্রিত ও আইনবহির্ভূত উপায়ে। ফলে এটি অত্যন্ত সস্তা ও সহজলভ্য। সব ধরনের ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীদের করজালের মধ্যে আনা হলে এ খাতে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে।

সূত্র: শেয়ার বিজ

প্রথম পাতায় ফিরে যান

## সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবি

**দ্বিতীয় পাতার পর**

পলিসি (বিএনটিটিপি)। গত ২১ এপ্রিল ২০২১ ও ১১ মে ২০২১ পৃথক দুইটি অনুষ্ঠানে তারা এই দাবি জানায়। ১১ মে সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি সম্বলিত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আবদুল্লাহ। তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে প্রচলিত অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিটি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন কাঙ্ক্ষিত হারে কমছে না তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। বরং তামাক কোম্পানির মুনাফা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭৬ ভাগ দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কোন না কোনভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির করারোপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিশ্বের ১১৫ টি দেশে ইউনিফর্মড কর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অর্থাৎ এসব দেশে সব সিগারেট এক দামে কিনতে হয়, কোন মূল্য স্তর নেই। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কেবলমাত্র বাংলাদেশে স্তরভিত্তিক অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ করা হয়। তিনি থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার সফলতার তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে সুনির্দিষ্ট করারোপের সুবিধাসমূহ তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর ধারা ১৫(৩) ও ৫৮ অনুযায়ী সবধরনের তামাকজাতপণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা সম্ভব।

ড. রুমানা হক বলেন, বিশ্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে সফল দেশগুলো 'অ্যাড ভেলোরেম' করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে 'সুনির্দিষ্ট করারোপ' পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। 'সুনির্দিষ্ট করারোপ' পদ্ধতিতে দ্রব্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পরিবর্তে দ্রব্যের পরিমাণের ওপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হয়। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হলে করের পরিমাণ নির্ণয় ও কর আদায় করা সহজ হবে, সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে এবং তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে। অন্যদিকে গত ২১ এপ্রিল "তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ কেন জরুরি" শীর্ষক ওয়েবিনারে সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি সর্ম্পকে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারেই তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা যায়। 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর ধারা ১৫(৩) ও ৫৮ তে এ বিষয়ে উল্লেখ করা আছে। সুনির্দিষ্ট কোরোপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে করের পরিমাণ নির্ণয় ও কর আদায় করা সহজ হবে। এতে সরকারের রাজস্ব আয় যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। ফলে তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে।

ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধাপক এবং বিএনটিটিপি এর টেকনিক্যাল কমিটির কনভেনর ড. রুমানা হক ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের কর প্রস্তাব তুলে ধরেন। ওয়েবিনারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. নাসির উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য (সিরাজগঞ্জ-২) অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক-গবেষণা (উপসচিব) ড. মো. নুরুল আমিন এবং দ্য বাংলাদেশ পোস্ট এর বিশেষ প্রতিনিধি নূরুল ইসলাম হাসিব। এছাড়া দেশের তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের অর্ধশতাধিক নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মী অংশ নেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১

## প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা

**দ্বিতীয় পাতার পর**

দেশ এতে সফলতা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর যৌথ আয়োজনে "ইকোনোমিক্স অব ট্যোবাকো ট্যাক্সেশন : পাবলিক হেলথ পার্সপেকটিভ" শিরোনামে তিন দিনব্যাপী এক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। গত ২৭ এপ্রিল ২০২১ মিটিং সফটওয়ার জুমে এ প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

বক্তব্যে অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, যথোপযুক্ত পদ্ধতি ও পরিমাণে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধিসহ সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানী নানা অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা নানা রূপকথা তৈরী করে। এই প্রশিক্ষণের মাধমে অর্জিত জ্ঞান তামাক কোম্পানির এসব অপকৌশল বুঝতে এবং তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি তামাক কর বিষয়ক অধিকতর জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভার্নেন্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে তামাক মুক্তকরণে অন্যতম বড় বাধা হলো বর্তমানে প্রচলিত তামাক কর কাঠামো। এর ফলে প্রতি বছর তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নামে মাত্র বৃদ্ধি পেলেও ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমে না। তারা স্বল্প মূল্যের অন্য তামাক দ্রব্য গ্রহণ করেন। এ পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের কোনো বিকল্প নেই।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দ্য ইউনিয়নের সহায়তায় এই এই প্রশিক্ষণ কোর্সে উন্নয়ন কর্মী, সাংবাদিক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা অংশ নেন।

দ্বিতীয়পাতায় ফিরে যান

## তামাক কোম্পানির পক্ষেই থাকলো

**দ্বিতীয় পাতার পর**

নিয়ে কাজ করেন এমন অর্থনীতিবিদগণ বলছেন এই মূল্য ও করে এই দুটি লক্ষ্যের একটিও অর্জিত হবে না। বরং এতে বিপরীত ফল হবে এবং তামাক কোম্পানীর মুনাফা বাড়বে। তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণের বিচারে এবারের বাজেট সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে হাতাশার বলে মনে করছেন তারা।

বাজেটে নিম্ন ও মধ্যমস্তরের সিগারেটের দাম ও করহারে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। অর্থাৎ বিগত বছরের মূল্য ও কর বহাল রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে সিগারেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রায় ৭২ ভাগ মানুষ নিম্নস্তরের সিগারেট সেবন করে। নিম্ন ও মধ্যমস্তর মিলে ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৮৪ ভাগ। অন্যদিকে উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম যথাক্রমে ৫ টাকা (৫.২%) এবং ৭ টাকা (৫.৫%) বৃদ্ধি করে ১০২ টাকা এবং ১৩৫ টাকা করা হয়েছে এবং উভয় স্তরেই ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে। এর ফলে শলাকাপ্রতি সিগারেটের দাম বেড়েছে উচ্চ স্তরে মাত্র ৫০ পয়সা এবং প্রিমিয়াম স্তরে মাত্র ৭০ পয়সা। অথচ একইসময়ে মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও বেড়েছে। সেই বিবেচনায় নিম্ন ও মধ্যমস্তরে মূল্য না বাড়ানো এবং উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে যৎসামান্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে এসব তামাকজাত দ্রব্য আগের বছরের তুলনায় আরো সস্তা ও সহজলভ্য হয়েছে।

উপর্যুক্ত বাস্তবতায় সিগারেটের প্রকৃতমূল্য হ্রাস পেয়েছে, এর ফলে দেশে সিগারেট ব্যবহারের পরিমাণ বাড়বে এবং সিগারেট সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় কিশোর-তরুণরা ধূমপান শুরু করতে উৎসাহিত হবে। একইসাথে বিড়ি এবং বহুল ব্যবহৃত ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য জর্দা-গুলের দাম ও শুল্ক অপরিবর্তিত রাখায় নিম্ন আয়ের মানুষ বিশেষত নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়বে। এর ফলে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হারও বাড়বে। তামাক ব্যবহারজনিত রোগ ও মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার ফলে দেশ বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়বে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে তামাকের ব্যবহার ২০৪০ সালের মধ্যে ৫% এ কমিয়ে আনার লক্ষ্য মাত্রা থাকলেও, পাস হওয়া বাজেটের কর কাঠামো তামাক ব্যবহার কমাতে কোন ভূমিকা রাখবে না বরং তা নতুন ভোক্তা সৃষ্টি এবং পুরনোদের তামাক ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহী করবে। কর বৃদ্ধি তামাক ব্যবহার ত্যাগে কার্যকর ব্যবস্থা হলেও এ বাজেটে বিষয়টি উপেক্ষিত। বিশেষ করে করোনা মহামারীকালে এটি মূখ্য বিবেচ্য হলেও সরকারের কাছে তা গুরুত্ব পায়নি। অন্যদিকে, ত্রুটিপূর্ণ করকাঠামোর কারণে এই দাম বৃদ্ধির একটা অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যাবে। সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন না করে করারোপে ত্রুটিপূর্ণ অ্যাডভেলোরেম পদ্ধতি বহাল রাখায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে এবং তামাক কোম্পানিগুলোর আয় বাড়বে ফলে তারা মৃত্যু বিপণনে আরো উৎসাহিত হবে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। চলতি বছর তামাক কোম্পানির লাভ আনুমানিক ৫০৪০ কোটি টাকা। তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব মেনে নিলে কোম্পনির লাভ কমে ৪৩৫০ কোটি টাকা হতো। প্রাণঘাতি পণ্যের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে অবিশ্বাস্প্র গতিতে বাড়তে থাকা কোম্পানির মুনাফা কমিয়ে আনা আবস্ত্ব ক।

একটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানির নিজস্ব হিসাব মতে ২০১৮ সালে তারা ২৮% মুনাফা অর্জন করে। যা অন্য কোন ব্যবসাতেই সম্ভব না। ওই একই তামাক কোম্পানির নিজস্ব নথিতে দেখা যায়, ২০০৯ থেকে ২০১৮ এই ১০ বছরে তাদের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ কিন্তু একই সময়ে তাদের মুনাফা বেড়েছে পাঁচ গুণ। ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার কারণে এটি হচ্ছে। অথচ তামাক বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করলে সরকার অতিরিক্ত ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় অর্জন করতো যা করোনা মহামারি সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ব্যবহার করা সম্ভব হতো।

দেশের তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবিসহ তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব প্রতি বছরের মত এ বছরেও সরকারের কাছে পেশ করেছিলো। আসুন ২০২০-২১ অর্থবছরে তামাকের মূল্য ও কর, এবারের বাজেটে পাস হওয়া মূল্য ও কর এবংতামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষথেকে সরকারের কাছে পেসকৃত মূল্য ও কর প্রস্তাবের একটি তুলনামূলক চিত্র নীচের ছকে দেখে নিই। ।

অপর পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১

# তামাক কোম্পানির পক্ষেই থাকলো

**ষষ্ঠ পাতার পর**

ছক : ২০২০-২১ অর্থবছরে তামাকের মূল্য ও কর, এবারের বাজেটে পাস হওয়া মূল্য ও কর এবংতামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পেসকৃত মূল্য ও কর প্রস্তাবের তুলনামূলক চিত্র।

টেবিল : তামাক কর প্রস্তাব ২০২১-২২

| বর্তমান কর কাঠামো ২০২০-২১ | | | বর্তমান কর সূচক | | প্রস্তাবিত কর কাঠামো ২০২১-২২ | | | প্রস্তাবিত কর সূচক | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সিগারেট (প্রতি ১০ শলাকা) | | | | | | | | | |
| স্তর | খুচরা মূল্য | সম্পূরক শুল্ক (Ad Valorem % of Retail Price) | খুচরা মূল্যে করের অংশ | শুল্কের পরিমাণ | স্তর | খুচরা মূল্য | সম্পূরক শুল্ক (সুনির্দিষ্ট) | খুচরা মূল্যে করের অংশ | শুল্কের পরিমাণ |
| নিম্ন | ৩৯+ | ৫৭% | ৫৭% | ২২.২৩ | নিম্ন | ৫০+ | ৩২.৫০ | ৬৫% | ৩২.৫০ |
| মধ্যম | ৬৩+ | ৬৫% | ৬৫% | ৪০.৯৫ | মধ্যম | ৭০+ | ৪৫.৫০ | ৬৫% | ৪৫.৫০ |
| উচ্চ | ৯৭+ | ৬৫% | ৬৫% | ৬৩.০৫ | উচ্চ | ১১০+ | ৭১.৫০ | ৬৫% | ৭১.৫০ |
| প্রিমিয়াম | ১২৮+ | ৬৫% | ৬৫% | ৮৩.২০ | প্রিমিয়াম | ১৪০+ | ৯১.০০ | ৬৫% | ৯১.০০ |
| বিড়ি (ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা ও ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা) | | | | | | | | | |
| ফিল্টারবিহীন | ১৮+ | ৩০% | ৩০% | ৫.৪০ | ফিল্টারবিহীন | ২৫+ | ১১.২৫ | ৪৫% | ১১.২৫ |
| ফিল্টারযুক্ত | ১৯+ | ৪০% | ৪০% | ৭.৬০ | ফিল্টারযুক্ত | ২০+ | ৯.০০ | ৪৫% | ৯.০০ |
| ধোঁয়াবিহীন তামাক (প্রতি ১০ গ্রাম) | | | | | | | | | |
| জর্দা | ৪০+ | ৫৫% | ৫৫% | ২২.০০ | জর্দা | ৪৫+ | ২৭.০০ | ৬০% | ২৭.০০ |
| গুল | ২০+ | ৫৫% | ৫৫% | ১১.০০ | গুল | ২৫+ | ১৫.০০ | ৬০% | ১৫.০০ |

* সকল মূল্য টাকায় এবং সকল মূল্যের ওপর ১৫% ভ্যাট ও ১% ভাঙ্গা উন্নয়ন সারচার্জ প্রযোজ্য

এবার একটু লাভ-লোকসানের হিসাব কসা যাক। অর্থনীতিবিদগণ হিসাব করে দেখিয়েছেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে সিগারেট খাত থেকে সরকারের সম্ভাব্য রাজস্ব আয় ২৭,১৮০ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য তামাক বিরোধী সংগঠনের দেয়া প্রস্তাব অনুসারে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করলে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াতো ৩০,৫২০ কোটি টাকায় যা চলতি বছরের চেয়ে ৩,৩৪০ কোটি টাকা বেশি। বিপরীতে সরকার যে বাজেট পাস করেছে তাতে আয় হবে ২৭,৯৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট করের প্রস্তাব গ্রহণ না করায় সিগারেট থেকে সরকার ২,৫৬০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে। তামাক বিরোধী সংগঠন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞগণ সবসময় তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে। অথচ নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের মূল্য অপরিবর্তিত রাখায় এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরের মূল্য অতি সামান্য বাড়ানোয় মূল্যস্ফীতির সাথে তুলনা করলে এবারের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের জন্য নির্ধারিত মূল্য চলতি অর্থবছরের তুলনায় ০.৭ শতাংশ কমে গিয়েছে । তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রস্তাব মেনে নিলে এই মূল্য ২০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেতো।

বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো মোট তামাক রাজস্বের ১ শতাংশেরও কম আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। সরকার ধারাবাহিকভাবে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে বাড়তি রাজস্ব আয়ের ব্যাপক সুযোগ হারাচ্ছে। এভাবে তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব নয়।

অন্যদিকে তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রস্তাবিত পরিমাণে মূল্য ও কর নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ১১ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতো এবং ৮ লক্ষ তরুণ নতুন করে ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হতো বলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসতো। ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে সিগারেট বিক্রির আনুমানিক পরিমাণ ৬৪০০ কোটি শলাকা। তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করলে এই সংখ্যা কমে ৫৪০০ কোটি শলাকা হতো। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হতো।

এ বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের নির্ধারিত মূল্য ও করে লাভবান হবে তামাক কোম্পানি, সরকার হারাবে বাড়তি রাজস্ব আয়ের সুযোগ। লক্ষ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যু, পঙ্গুত্ব এবং তামাকের নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতি অগ্রাহ্য করে তামাক ব্যবসা উৎসাহিত করার এই বাজেট সার্বিকভাবে চরম হতাশাজনক। একইসাথে প্রধানমন্ত্রীর 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও উক্ত নির্দেশনার কোনো প্রতিফলন নেই।

তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যু কমিয়ে আনা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য যৌক্তিক পরিমানে বৃদ্ধি এবং করারোপের পদ্ধতিতে পরিবর্তন প্রত্যাশিত হলেও আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম বাজেটে তার ন্যূনতম প্রতিফলন নেই। এবারের বাজেটে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং তামাক কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

করোনা মহামারীর আঘাতে দেশের স্বাস্থ্যখাতসহ সামগ্রিক অর্থনীতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে অধূমপায়ীর তুলনায় ধূমপায়ীর কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তামাকপণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে প্রস্তাবিত বাজেটে কোনো কার্যকর কর ও মূল্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, যা সার্বিকভাবে জনস্বাস্থ্য ও তামাক বিরোধীদের জন্য হতাশাজনক।

বৃহত্তর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি বিবেচনায় ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন ও সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর যৌক্তিক পরিমানে মূল্য ও কর নির্ধারণ করা হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। পাশাপাশি সিগারেটের মূল্য স্তর ধারাবহিকভাবে কমিয়ে একটিতে নিয়ে আসা, বিভিন্ন ধরণের তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে মূল্য ও করের ব্যবধান কমিয়ে আনা, অত্যাধুনিক কর আদায় পদ্ধতি ও মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তনসহ নানা ইতিবাচক পরিবর্তনে উদ্যোগী হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে সরকার অতিদ্রুত একটি কমপ্রিহেনসিভ তামাক কর পলিসি গ্রহণ করে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে একটি প্রত্যাশিত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে যার মাধ্যমে বৃহত্তর জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রাণঘাতি পণ্যটিকে নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশা পোষণ করি।

দ্বিতীয়পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১

## সম্পাদকীয়

**দ্বিতীয় পাতার পর**

শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে। এতে শলাকাপ্রতি সিগারেটের দাম বেড়েছে উচ্চ স্তরে ৫০ পয়সা এবং প্রিমিয়াম স্তরে ৭০ পয়সা। এর সাথে সাথে বিড়ি, জর্দা ও গুলের দামে ও করে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

এই ১ বছরে মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে পাশাপাশি বেড়েছে মূল্যস্ফীতি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের দাম। তাহলে তামাকজাত দ্রব্য আগের বছরের তুলনায় আরো সস্তা ও সহজলভ্য হয়ে গেল না কী?

অর্থনীতিবিদদের মতে, এই বাজেটে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য হ্রাস পেয়েছে, এর ফলে দেশে সিগারেট ব্যবহারের পরিমাণ বাড়বে এবং সিগারেট সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় কিশোর-তরুণরা ধূমপান শুরু করতে উৎসাহিত হবে। একইসাথে বিড়ি এবং বহুল ব্যবহৃত ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য জর্দা-গুলের দাম ও শুল্ক অপরিবর্তিত রাখায় নিম্ন আয়ের মানুষ বিশেষত নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়বে। এর ফলে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হারও বাড়বে। তামাক ব্যবহারজনিত রোগ ও মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার ফলে দেশ বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়বে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের নির্ধারিত মূল্য ও করে লাভবান হবে তামাক কোম্পানি, সরকার বাড়তি রাজস্ব আয়ের সুযোগ হারাবে। অন্যদিকে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাল মৃত্যু, পঙ্গুত্বের শিকার হবে। দেশে তামাকজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়বে।

এবারের বাজেট প্রধানমন্ত্রীর 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এই লক্ষ্য অর্জনে বিগত পাঁচ বছরে আমরা যে গতিতে এগিয়েছি তাতে লক্ষ্য আমাদের কাছ থেকে আরো দুরে সরে গিয়েছে। ফলে যখন লক্ষ্য অর্জনে আমাদের যখর আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তখন এই বাজেট আমাদেরকে লক্ষ্য থেকে আরো দুরে সরিয়ে নিলো।

তাই ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করতে এবং বৃহত্তর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি বিবেচনায় আগামী অর্থবছর থেকে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন ও সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর যৌক্তিক পরিমানে মূল্য ও কর নির্ধারণ করতে হবে।

পাশাপাশি সিগারেটের মূল্য স্তর ধারাবহিকভাবে কমিয়ে একটিতে নিয়ে আসা, বিভিন্ন ধরণের তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে মূল্য ও করের ব্যবধান কমিয়ে আনা, অত্যাধুনিক কর আদায় পদ্ধতি ও মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তনসহ নানা ইতিবাচক পরিবর্তনে উদ্যোগী হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে সরকার অতিদ্রুত একটি কমপ্রিহেনসিভ তামাক কর পলিসি গ্রহণ করে তমাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে একটি প্রত্যাশিত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে যার মাধ্যমে বৃহত্তর জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রাণঘাতি পণ্যটিকে নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। তাহলেই আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে মাননিয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করতে পারবো।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

## জাতীয় তামাক কর নীতি

**দ্বিতীয় পাতার পর**

কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে সপ্তম সংখ্যায় 'চতুর্থ অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূলত কোম্পানির আয়কর ও সিএসআর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মোট দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে কোম্পানির আয়কর বিষয়ে নীতি'তে তামাক কোম্পানিকর্তৃক আয়ের ৪৫% হারে করপোরেট কর প্রদান করা; সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লভ্যাংশ ভাগাভাগি কিংবা লভ্যাংশের অর্থ অবৈধভাবে বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং বিধিবদ্ধ কর হার এবং কার্যকর কর ও আদায় হারের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সিএসআর তহবিলের অর্থ ব্যবহারে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর বিধিবিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করা এবং সিএসআর তহবিলের অর্থ যেন তামাক কোম্পানি, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও তামাকজাত পণ্যের প্রচার-প্রচারণা, পণ্য ব্যবহারে প্রলুব্ধকরণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া তামাক কোম্পানিকর্তৃক সিএসআর তহবিলের অর্থের ব্যয় বিবরণী প্রকাশ। সিএসআর কার্যক্রমের ধরণ, সিএসআর তহবিলের অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা (কখন ও কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে তার তথ্য) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। একইসঙ্গে তামাক কোম্পানিগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করতে হবে বলেও এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান